উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 14 June 2018 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

দেশ – ৩২ | ম্যাচ – ৬৪ | স্টেডিয়াম – ১২ | উদ্‌বোধনী ম্যাচ মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়াম

আজ শুরু বিশ্বযুদ্ধ

শুরুর আগেই বিসর্জনের সুর, ছাঁটাই স্প্যানিশ কোচ

ক্রাসনোডার, ১৩ জুন ঃ ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। বিশ্বকাপ খেলতে এসে অভাবনীয় সিদ্ধান্ত স্পেন শিবিরে। ইউরো চ্যাম্পিয়ন পোর্তুগালের বিরুদ্ধে মাঠে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে কোচের পদ থেকে জুলেন লোপতেগুইকে ছেঁটে ফেলল লা রোজা শিবির। গতকালই রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল বিশ্বকাপের পরেই স্পেনের জাতীয় দলের কোচিং ছেড়ে গ্যালাকটিকোস শিবিরের দায়িত্ব নেবেন তিনি। বিশ্বকাপের প্রাক্কালে যে ঘোষণা বেজায় খাপ্পা করে তোলে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনকে

(আরএফইএফ)। সংস্থার সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস দাবি করেন, ‘ফেডারেশনকে অন্ধকারে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লোপতেগুই।’ মে মাসের শেষেই স্পেনের কোচ হিসেবে দুরন্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ২০২০ পর্যন্ত লা রোজার প্রশিক্ষক পদে চুক্তির মেয়াদ বেড়েছিল লোপতেগুইয়ের। অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর পরে জিনেদিন জিদান দায়িত্ব ছাড়াতে পরিস্থিতিতে বদল ঘটে। অনেকে জিদানের হটসিটে বসার দাবিদার হলেও রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ যে লোপতেগুইকে চাইছেন, তা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি ফুটবলবিশ্ব। গতকালই রিয়ালের কোচের পদে তার তিনবছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার খবর সামনে আসতেই চটে যায় স্প্যানিশ ফুটবলের সর্বময় নিয়ামক সংস্থা।

গতকাল রাতে রিয়ালের ঘোষণার পরে এদিন সকাল থেকে স্পেন শিবিরের ডামাডোল চরমে ওঠে। সকালেই জানিয়ে দেওয়া হয় স্পেনের পক্ষ থেকে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। মাঝে অবশ্য লোপতেগুইয়ের পক্ষে সওয়াল রেখে তাকে স্পেনের কোচ হিসেবে রেখে দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা চালান সার্জিও র‍্যামোসের নেতৃত্বে কয়েকজন ফুটবলার। কানাঘুষো ওঠে ঝামেলা হলেও আরএফইএফ সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন লা রোজা ফুটবলাররা। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাটকীয়ভাবে লোপতেগুইকে ছেঁটে ফেলার কথা জানিয়ে দেয় রুবিয়ালেস। তিনি জানিয়েছেন, ‘বিশ্বকাপ শুরুর দু’তিন দিন আগে এরকম কাজ করাটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। জুলেন খুবই পেশাদার, ওর কোচিং স্টাইলও দুরন্ত। কিন্তু এভাবে ফেডারেশনকে অন্ধকারে রাখাটা মেনে নেওয়া যায় না। জুলেন স্পেনের জন্য যা করেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ, তবে ওকে সরিয়ে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হলাম আমরা।’ ২০১৬ সালের ইউরোর এরপর নয়ের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৮.৮৯

ডিজেল টাঃ ৭০.২০

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

উৎসব শুরু। ছবি ঃ লোপামুদ্রা তালুকদার

পেশাদারিত্বের মোড়কে উজ্জ্বল জার্মানি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ● মস্কো

১৩ জুন ঃ যেসব মানুষ দিল্লিতে বিশালত্বের জন্য গিয়ে হাবুডুবু খান তাঁদের কাছে মস্কো প্রায় একটা দেশের সমান মনে হতে পারে। বিশেষ করে মস্কোর শহরতলির যেন কোনো শেষ নেই। উবের বা ইয়ানডেক্স ট্যাক্সিও দিব্যি চলে যাচ্ছে সেসব জায়গায় প্রায় ৬০-৭০ কিলোমিটার পথ উজিয়ে। মঙ্গলবার সকালে ক্রাতোভো যাওয়ার পরে মনে হয়েছিল বাকিরা নিশ্চয়ই এতটা দূরে নেই। কিন্তু নিজের কাছে নিজে ভুল প্রমাণিত হতে হল এদিন জার্মান শিবিরে এসে। ভাতুতিঙ্কি বলে একটি অঞ্চলে নিজেদের শিবির

প্র্যাকটিসে জার্মান শিবির। ছবি ঃ লোপামুদ্রা তালুকদার।

করেছে জার্মানি। এমনিতেই টানা তিনদিন ছুটির পরে এদিন মস্কো ফের কর্মব্যস্ত। ফলে রাস্তায় গাড়ি বেশি থাকায় জ্যামও হচ্ছে কোনো কোনো অংশে। তাই মুলারদের অনুশীলনে পৌঁছোতে লেগে গেল প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের উপর।

বিশ্বকাপে অবশ্য একটা সুবিধা আছে। ফিফা তাদের ওয়েবসাইটে প্রতিমুহূর্তে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর একেবারে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সিদ্ধান্তের খবর ক্রমাগত দিয়ে যাচ্ছে। এবং দেখা যায়, প্রতিদিন নিজেদের রুটিনে বদল করে চলেছেন কোচেরা। এদিনও যেমন জার্মানির অনুশীলন এবং সাংবাদিক সম্মেলন এরপর নয়ের পাতায়

দুনিয়া কাঁপানো বত্রিশ দিন

দেবস্মিতা মৌলিক

মস্কো, ১৩ জুন ঃ কাউন্টডাউনের কাঁটা মনে করিয়ে দিচ্ছে, হাতে সময়টা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। লম্বা সময় ধরে প্রস্তুতির পরে গোটা রাশিয়ার আসল পরীক্ষা শুরু এবার। লুঝনিকিতে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে স্বোরনায়ারা শুধু উদ্‌বোধনী ম্যাচেই নামছে না, তাদের সঙ্গে আগামী একমাসের কর্মযজ্ঞের যুদ্ধক্ষেত্রে নামছে রুশরা।

গুরুগম্ভীর মেজাজ, ফুটবল গুন্ডাদের দাপাদাপি, বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবহার, আরও কত কী। বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই ঠিক এভাবেই রুশদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। বিশ্বকাপ উদ্‌বোধনের সময় যত এগিয়েছে ফুটবল সমর্থকদের মনে নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কাটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করেছে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমগুলি। আইএস জঙ্গিদের ধারাবাহিক হুমকি পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করেছিল। আর স্বাভাবিক কারণেই সামনে আসেনি ত্রুটিমুক্ত বিশ্বকাপ উপহার দিতে রুশ জনসাধারণ ও প্রশাসনের মরিয়া প্রচেষ্টার কথা। খেয়াল করেছি, বিশ্বকাপ নিয়ে প্রথমদিকে আগ্রহ মোটেই খুব বেশি ছিল না রাশিয়ায়। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতি পালটেছে। দীর্ঘদিন রাশিয়ায় থাকার সুবাদে কোথাও গিয়ে যেন মনে হয়েছে, ক্রমাগত নেতিবাচক প্রচার জাত্যাভিমানে পুষ্ট রুশদের তাতিয়ে তুলেছে। আপাতত সেই জন্যই তাঁরা মরিয়া। তাঁরা এখন বিশ্বফুটবলের সবথেকে বড়ো আসরে গোটা বিশ্বের সামনে নিজেদের আসল রূপটা তুলে ধরতে চাইছেন। যেখানে গোটা দুনিয়া একদিকে যেমন কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা বিশ্বকাপ দেখবে, তেমনই এদেশে আগতরা রুশদের আতিথেয়তার দারুণ স্মৃতি নিয়ে ফিরবেন। বিশ্বকাপের মঞ্চে নিরাপত্তা বানচাল করে রাশিয়াকে হেয় করার চেষ্টা চালাতে পারে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। ঠিক সেই জায়গাতেই

আসল অগ্নিপরীক্ষা রুশ প্রশাসনের। উদ্‌বোধনের প্রাক্কালে তাই কিছুটা স্বভাববিরুদ্ধভাবে আবেগঘন ভঙ্গিতে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, ‘গোটা বিশ্বের জন্য দেশ ও হৃদয় খুলে দিলাম আমরা। রাশিয়া বিশ্বকাপে সকলকে স্বাগত।’

মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামে রাশিয়া বনাম সৌদি আরবের ম্যাচ দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় (ভারতীয় সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিট) ঢাকে কাঠে পড়ছে বিশ্বকাপের। ঠিক ৩২ দিন রাশিয়ার ১১ শহরের ১২টি স্টেডিয়ামে চলবে পরবর্তী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠার লড়াই। ১৫ জুলাই মস্কোর লুঝনিকিতেই ফাইনালের আসর। উদ্‌বোধনী ম্যাচের আধঘণ্টা আগে সিনিয়র রোনাল্ডোর উপস্থিতিতে রবি উইলিয়ামস ও আইদা গারিফুল্লিনার গানে সূচনা হবে বিশ্ব ফুটবলের সবথেকে বড়ো কার্নিভালের। একাধিক বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ফুটবলার ছাড়াও বিশ্বের ২০ দেশের রাষ্ট্রনায়করা উদ্‌বোধনী ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিশ্বকাপের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান অ্যালেক্সি সোরোকিন। বিশ্বকাপের জন্য আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মাঝে ব্যাপক যানজট হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। রাজধানী মস্কোর বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত গাড়ি ছেড়ে ম্যাচের দিনগুলো গণপরিবহনে যাতায়াতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ট্রাফিক নিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করা হলেও একঝাঁক হাইপ্রোফাইল অতিথির উপস্থিতির জন্য কিছু বিশেষ রাস্তা জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে মস্কোর পরিবহন দফতর।

অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেখে অনেকেরই আশঙ্কা হতে পারে, উগ্র রুশ ফুটবল সমর্থকদের সঙ্গে বিদেশি সমর্থকরা যাতে হাতাহাতিতে না জড়িয়ে পড়েন তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রুশ ফুটবলপ্রেমী মানেই যে তারা উগ্র-মারকুটে মেজাজের, এই ধারণা রাখার কোনো মানে নেই। পশ্চিমি সংবাদমাধ্যগুলো রুশ ফুটবল গুন্ডাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে, ইউরো ২০১৬’তে মার্সেইয়ে ব্রিটিশ সমর্থকদের এরপর নয়ের পাতায়

ভাত দিতে দেরি, মাকে খুন করে যাবজ্জীবন ছেলের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৩ জুন ঃ ভাত দিতে দেরি হয় মায়ের। সেই রাগে ছেলে মায়ের চুলের মুঠি ধরে পিলারে মাথা ঠুকে দেয়। আর তাতেই মারা যান মা। মাকে এভাবে খুন করার অপরাধে ছেলেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল আদালত। বুধবার এই রায় ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মালদা আদালত চত্বরে।

কীর্তিমান ছেলের নাম উৎপল মণ্ডল। মায়ের নাম গঙ্গাদেবী মণ্ডল (৬০)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের কাপাইচণ্ডী গ্রামে। ঘটনার বিবরণ দিতে দিয়ে সরকারি পক্ষের আইনজীবী মহম্মদ ইকবাল আলম আফজা জানান, খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০১৬ সালের ২১ মে। ওই দিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে খাবার চায় ছেলে উৎপল। কিন্তু কোনো কারণবশত মায়ের খাবার দিতে দেরি হয়। তাতেই রেগে উঠে মাকে প্রথমে ব্যাপক মারধর করে। এরপর চুলের মুঠি ধরে বাড়ির পিলারে মায়ের মাথা ঠুকে দেয় ছেলে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মা। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি ছেলে। মাটিতে পড়ে থাকা মায়ের গলায় পা দিয়ে চেপে শ্বাসরোধ করে। এরপরে ঘটনাস্থলেই মারা যান মা। অবস্থা বেগতিক দেখে ছেলে পালিয়ে যায়। যদিও পরে পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার হয় কীর্তিমান ছেলে উৎপল মণ্ডল। সরকারি পক্ষের আইনজীবী আরো জানান, এরপরেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ একটি নির্দিষ্ট মামলা শুরু করে। মামলার নম্বর ২৮৩-১৬ তারিখ ২১-৫-১৬। ৩০২ আইপিসি ধারায় মামলা শুরু হয়। মামলা শুরু হয় এডিজে ৫ম আদালতে। এই মামলায় মোট ৯জন সাক্ষী তাঁদের সাক্ষ্য দেন। অবশেষে ওই আদালতের বিচারপতি দমনপ্রসাদ বিশ্বাস মঙ্গলবার উৎপলকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বুধবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন বিচারক। মহম্মদ ইকবাল আলম আফজা আরো জানান, এদিন দোষী সাব্যস্ত উৎপলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছাড়াও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

হবিবপুরে ছেলেধরা গুজবে গণপ্রহার, প্রাণ গেল যুবকের

স্বপনকুমার চক্রবর্তী ● হবিবপুর

১৩ জুন ঃ শিশু চোর সন্দেহে অযথা গুজব আর আতঙ্ক না ছড়ানোর পাশাপাশি নিজের হাতে আইন তুলে না নিতে প্রশাসনিক বৈঠক, প্রচারে ও সচেতনতার অভাব থেকেই গেল। সচেতনতার অভাবে শুধুমাত্র গুজবের জেরে শিশু চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী ডুবাপাড়া এলাকায়। ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসন সহ বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, অজ্ঞাতপরিচয় মানসিক ভারসাম্যহীন দুই ব্যক্তি বুধবার বুলবুলচণ্ডী ডুবাপাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। সেই সময় কিছু মানুষ শিশু চোর সন্দেহে একটি ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে নির্মমভাবে তাঁকে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসন সেখানে পৌঁছোয়। কিছু শুভানুধ্যায়ী মানুষজনের সহযোগিতায় বুলবুলচণ্ডী আরএনরায় গ্রামীণ হাসপাতালে আক্রান্তকে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসক তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। দ্রুত মালদা নিয়ে যাওয়া হলেও হাসপাতালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

প্রসঙ্গত, শিশু চোর সন্দেহের গুজব আর আতঙ্কে বেশ কিছুদিন থেকেই জেরবার হবিবপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা। ঘটনার সূত্রপাত হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ানগাছি এলাকায়। ছাতিয়ানগাছি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য অমৃত হালদারের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ৬ জুন ছাতিয়ানগাছি এলাকায় একটি চার চাকার ছোটো গাড়ি করে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নিজেদের বৈদ্যুতিক পাখা সারাইয়ের মিস্ত্রির পরিচয় দিয়ে গ্রামে আসে। দুলালি হালদার নামে এক মহিলার বাড়িতে একটি খারাপ বৈদ্যুতিক পাখা মেরামতি করে মিস্ত্রি পরিচয় দেওয়া পুরুষ ও মহিলা ১৫০ টাকা চায়। দুলালিদেবী দুটো ১০০ টাকার নোট দিয়ে ৫০ টাকা ফেরত চাইলে তারা জানায়, খুচরো নেই। বাড়ির এক শিশুকে সঙ্গে পাঠালে কাছেই কোনো দোকান থেকে খুচরো ৫০ টাকা তার হাতে দিয়ে পাঠাবে বলে জানায় তারা। সেই আশ্বাসে দুলালিদেবী তাঁর ৯ বছরের এরপর নয়ের পাতায়

সন্তান হারানোর শোকে মারাই গেলেন সাবানা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন ঃ সন্তান শোকে মৃত্যু হল বিহারের বারসই থানার বেতনা এলাকার ঘোড়াঠিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাবানা খাতুনের। মৃতার শাশুড়ি আনোয়ারা বেওয়ার দাবি, সন্তান শোকেই আমার বউমা সাবানা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ন’টা নাগাদ রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে সিসিইউ বিভাগে চিকিৎসারত সাবানা খাতুনের মৃত্যু হয়।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে রায়গঞ্জ হাসপাতালে করণদিঘি থানার বরিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাবিনা খাতুন পুত্রসন্তান প্রসব করেন। কিন্তু জন্মের পর থেকে সদ্যোজাতের কিছু সমস্যা থাকায় তাকে এসএনসিইউতে ভরতি করা হয়। ওই একই সময় বিহারের বারসই থানার বেতনা গ্রামের বাসিন্দা সাবানা খাতুনও এক মৃত শিশুপুত্রের জন্ম দেন। কিন্তু দুই প্রসূতির নাম বিভ্রাটে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুই পরিবারকে ভুল তথ্য পরিবেশন করে। বিহারের সাবানা খাতুনের পরিবারকে জানানো হয় তিনি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আর উলটো কথা জানানো হয় সাবিনা খাতুনের পরিবারকে। শুক্রবার গভীর রাতে করণদিঘির সাবিনা খাতুনের স্বামী কুতুব আলির হাতে মৃত সদ্যোজাত পুত্রসন্তান তুলে দেওয়া হয়। সেই শিশুকে শনিবার সকালে করণদিঘির বাড়িতে কবরও দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রবিবার রাতে বিহারের সাবানা খাতুন নিজের সন্তান নিতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর সাবানা খাতুনের পরিবারের পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ থানায় শিশু নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল স্বীকার করে সাবানা খাতুনের পরিবারকে জানায়, সাবানা মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। কিন্তু বিহারের প্রসূতির পরিবারের প্রশ্ন, যদি মৃত শিশুর জন্ম দেয় সাবানা, এরপর নয়ের পাতায়